

বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম শুরু

সাম্প্রতিক সময়ে অতিবৃষ্টির কারণে দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে হাজার হাজার মানুষ। আক্রান্ত এলাকায় দুর্গত মানুষের সাহায্যে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় কক্সবাজার জেলার পেকুয়া, রামু ও চকরিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আক্রান্ত পরিবারগুলোর তালিকা প্রণয়ন করেছে ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম সেন্টার।

এরপর সরেজমিনে পরিদর্শন এবং যাচাই করে ডেমশিয়া, পূর্ব বড় ভেওলা ও কানাখালী ইউনিয়নের সবচেয়ে দুর্গত ও অবহেলিত এক হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। সে-সব এলাকায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চকরিয়া, ডুলাহাজরা ও বান্দরবান লামার প্রাজেক্ট, প্রো-মাস্টার ও শুভানুধ্যায়ীরা পূর্ণ উদ্যমে একযোগে কাজ করে চলেছেন।

বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শুকনো খাবার যেমন : খেজুর, মিষ্টি টোস্ট বিস্কিট, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি এবং জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষণে বড় পলি ব্যাগসহ আরো কিছু উপকরণ।

এর পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারের শিশুদের জন্যে দেয়া হয়েছে তিন সেট করে নতুন জামা। আর এ সমস্ত ত্রাণসামগ্রী চট্টর ব্যাগে ভরে মেশিনে সেলাই করে দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। একটানা ২১ ঘণ্টা কাজ করে কোয়ান্টারার এসব ত্রাণসামগ্রী প্রস্তুত করেন।

দান করুন

বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনেও সহযোগিতা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে ফাউন্ডেশন। বরাবরের মতোই এবারও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের জন্যে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে গুরুজী ও মা-জী ফাউন্ডেশনের সকল স্তরের কর্মী ও সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সবাইকে তাদের একদিনের আয় (অথবা ব্যয়) এই পুনর্বাসন ও ত্রাণ তহবিলে জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আপনিও এতে অংশ নিন। আসুন, আমরা সজ্জবদ্ধভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াই।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

আগস্ট ২০১৫

অনন্য মানুষ আবদুল কালাম

নৈতিক শক্তির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যেই তিনি কাজ করেছেন

এ পি জে আবদুল কালাম এক অনন্য মানুষ। আধুনিক মানুষের মধ্যে নৈতিক শক্তির জাগরণের লক্ষ্যেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ২৯ জুলাই অর্গানায়ারদের একটি অনুষ্ঠানে প্রয়াত এ কর্মবীরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন,

ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর আবদুল কালাম একটি ব্যাপারে বিশ্বনেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সবার প্রতি তার আস্থান ছিল, তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে। কারণ, সারা পৃথিবীতে আজকের এই সর্বশাসী দুর্নীতি ও অরাজকতার মূলে নৈতিক শিক্ষার অভাব। গুরুজী বলেন, “কালাম” শব্দের অর্থ হলো বাণী। আমরা যদি দেখি তার পুরো জীবনটাই একটা বাণী। এ বাণী জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার। তার কথা ও কাজ দিয়ে উত্তর প্রজন্মের কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন এক অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। তার মতো সত্যিকারের কর্মপ্রেমী মানুষ এ উপমহাদেশে শুধু নয়, পুরো বিশ্বেই বিরল।

এ পি জে আবদুল কালাম ছুটিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সর্বতোভাবে তিনি ছিলেন একজন কর্মে বিশ্বাসী মানুষ। কাজই ছিল তার আনন্দ। যে কারণে তার অনুরোধ ছিল—“আমার মৃত্যুতে ছুটি ঘোষণা করো না। আমাকে যদি ভালবাসে, একদিন বরং অতিরিক্ত কাজ করো।”

গুরুজী বলেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে এটিই হলো একজন মানুষের



সঠিক জীবনদৃষ্টি। কাজই জীবনকে সার্থক করে। বিকশিত ও আলোকিত করে। কাজের প্রতি এমন প্রেম অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই একটি সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি বিশ্বব্যাপী বরণীয় হয়েছেন। কারণ, একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার কর্ম। একদিকে

তিনি যেমন ছিলেন বর্তমান বিশ্বের একজন প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, তেমনি ছিলেন কল্যাণচিন্তা ও নৈতিকতায় অনুপ্রাণিত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এক সত্যিকারের ধ্যানী, জ্ঞানী ও কর্মী।

জীবনের শুরুতেই পরিবার থেকে নৈতিক শক্তি ও চেতনায় উদ্ভূত হয়েছিলেন আবদুল কালাম। আর এ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—“একটি দেশকে যদি দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং দেশের মানুষগুলোকে সুন্দর মনের করে গড়ে তুলতে হয়, তবে সে কাজটি করতে পারেন সমাজের তিন জন মানুষ—একজন বাবা, একজন মা এবং একজন শিক্ষক।” আমরা দেখি, জীবনের শেষ মুহূর্তটি তিনি শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই ব্যয় করলেন। কিশোর-তরুণদের মাঝে নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে দিতেই যাত্রা করলেন মহাজাগতিক সফরে, যা ছিল তার একান্ত চাওয়া—“পৃথিবীকে বিদায় জানাতে চাই কাজ করতে করতে, দাঁড়িয়ে এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে”।

গুরুজী বলেন, এমন কর্মময় মৃত্যুই সৌভাগ্যের মৃত্যু, শহীদ মৃত্যু এবং একজন বিশ্বাসীর মৃত্যু। এটাই যেন আমাদের সবার চাওয়া হয়। পরম করুণাময় আমাদের কবুল করুন।

কোয়ান্টামে যাত্রা শুরু নতুন শিশুকাননের



বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে ৫৪টি এতিম শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল নতুন শিশুকানন। এ শিশুদেরকে আন্তরিক পরিচর্যায় আলোকিত মানুষ করে গড়ে তোলাই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য।

নতুন শিশুকাননে স্থান পাওয়া এ শিশুদের ১৩ জন বাঙালি এবং মারমা, মুরং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠীর ৪১ জন। এ শিশুদের কেউ মাতৃহীন, কেউ পিতৃহীন, কারো মা-বাবা কেউই নেই, কেউ মা-বাবার বিচ্ছেদের ফলে অভিভাবকহীন। এমন নানা কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল এদের ভবিষ্যৎ। তাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়েছে এই শিশুদের অভিভাবকত্ব।

ইতোমধ্যেই এ শিশুদের পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়েছে কোয়ান্টামের বোধিছড়া পাবলিক স্কুলের শিশুশ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। তাদের সার্বক্ষণিক তদারকির জন্যে রয়েছে কোয়ান্টাম শিশুকানন আবাসিকের উদ্যমী ও অভিজ্ঞ কর্মীবৃন্দ।

অক্টোবরে ২০তম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম

আগ্রহীরা আবেদন করুন

অক্টোবরে ২টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০তম কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে ১ম ও ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৯-১২ ও ১৬-১৯ অক্টোবর। ধ্যানের স্তরে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার এ অনন্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের প্রাথমিক আবেদনপত্র আগামী ২১ আগস্টের মধ্যে ফাউন্ডেশনে অথবা নিকটবর্তী শাখা সেল সেন্টারে জমা দিন।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কোয়ান্টাম বুলেটিনের সম্পাদক কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। গত ২৫ জুন তিনি (৬৯) ইন্তেকাল করেন। ইম্মা লিয়াহে ... রাজিউন। আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি এবং তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ

জীবনে ভরসাহুল মরণে প্রেরণার উৎস

হয়ে যায় না। একজন মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করে তোলাটাই সত্যিকারের সামাজিক দায়িত্ব পালন।

এছাড়াও চারপাশের সবার ছোটখাটো প্রয়োজনের দিকেও তার থাকত তীক্ষ্ণ মনোযোগ। প্রায়ই বলতেন, ‘একা বড় হওয়া যায় না, সবাইকে সাথে নিয়েই বড় হতে হয়।’ কোথাও বেড়াতে যেতেন যখন, বড় গাড়ি ভাড়া করতেন যাতে অনেকে যেতে পারে। আর খুব সহজেই মিশে যেতে পারতেন যে-কোনো পরিবেশে। প্রথম পরিচয়েই প্রাণখোলা আন্তরিক হাসি দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতেন।

পরিবার, পেশা এবং সমাজ-এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন তিনি। তার ছোট ছেলে কাজী ইমতিয়াজ (বর্তমানে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এ হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কর্মরত) বলছিলেন, আবু অফিসের ফাইল কখনো বাসায় নিয়ে আসতেন না। পুরো সপ্তাহজুড়ে ব্যবসার কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু শুক্রবারটা রাখতেন শুধুই পরিবারের জন্যে। আর কিউট-এ যোগ দেয়ার পর তার সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পেলাম। কাজের ব্যাপারে তার নিষ্ঠা দেখে আমি কাজকে ভালবাসতে শিখেছি।

ছেলে হিসেবে আলাদা কোনো সুবিধা আমাকে দেন নি। উল্টো বলতেন, ‘অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখো। নিজ যোগ্যতায় যতটুকু অর্জন করতে পারবে ততটুকুই তোমার।’ তার দেখানো পথ অনুসরণ করা পরিশ্রমের ও কষ্টের। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে দেখব সাফল্য দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অসংখ্য মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছে আসতে দেখেছি। একবার প্রশ্ন করেই ফেললাম, ‘আবু, তোমার কি মনে হয় না, মানুষ তোমার সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে সুবিধা আদায় করে নেয়?’ আবু হেসে বললেন, ‘দুনিয়ায় এরকম কিছু মানুষ থাকতে হয় যাদের কাছ থেকে অন্যেরা সুবিধা পেতে পারে। না হলে প্রকৃতিতে ভারসাম্য থাকবে কী করে?’

এভাবেই কাজী মাহতাব সারাজীবন মানুষের কল্যাণে তার মেধা, শ্রম, সময় ও সম্পদ ব্যয় করেছেন। কিন্তু সবসময়ই এড়িয়ে গেছেন প্রচারের আলো।

ফাউন্ডেশনের জন্মগুণ থেকেই কোয়ান্টাম চৈতন্যের বিস্তার ও প্রসারে কাজী মাহতাব ছিলেন গুরুজীর একনিষ্ঠ সহযোগী। কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সাথে তার পরিচয় সুদীর্ঘ ৫০ বছরের।

সদাকল্যাণকামী এ মানুষটি ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কাজে ছিলেন অগ্রগামী। কোয়ান্টামের প্রতিটি অনুষ্ঠানে থাকত তার হাস্যোজ্জ্বল ও সরব উপস্থিতি। গুরুর দিকে এ-দেশে অধিকাংশ মানুষেরই মেডিটেশনের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজী মাহতাব তখন থেকেই তার পরিবারের সদস্য, প্রতিষ্ঠানের কর্মী-পরিবেশক ও পরিচিত, বন্ধু, আত্মীয় সবাইকে কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ফাউন্ডেশনের সব ধরনের সেবা-উদ্যোগে সবসময়ই ছিল তার প্রাণবন্ত ও সর্বাঙ্গিক অংশগ্রহণ। ২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ল্যাব। শত ব্যস্ততার মাঝেও তখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি ল্যাবে এসেছেন। খোঁজখবর নিয়েছেন সবার, কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রাণখোলা হাসি-গল্পে উজ্জীবিত করেছেন সবাইকে। কোয়ান্টাম ল্যাবের কর্মীরা আজও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে সে-সব দিনের কথা। *দুঃসময়ের জন্য রক্ত সঞ্চয় করুন*-সবাইকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের এ স্লোগানটি তারই উদ্ভাবিত।

এছাড়াও বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোয়ান্টারা যখন ঢাকায় আসত, তাদের যাবতীয় দেখভালের সব ব্যবস্থা করতেন কাজী মাহতাব।

এ সবই তিনি করেছেন অক্লান্ত চিন্তে, সজ্ঞকে ভালবেসে। কাজী মাহতাব জীবনে যেমন ছিলেন সজ্ঞে লীন, তেমনি চাইতেন মৃত্যুর পরও থাকবেন সজ্ঞের সাথে। তাই তো হৃদয়মথিত দোয়া ও শুভকামনায় তাকে বিদায় জানিয়েছেন সংসজ্ঞের সাথি ও সহযাত্রীরা। আর কোয়ান্টামের বরকতময় স্থান আরোগ্যশালায় রচিত হয়েছে তার শেষ ঠিকানা। শান্তিতে তিনি ওখানে ঘুমিয়ে আছেন প্রিয় সজ্ঞের লাখে ভবিষ্যৎ কর্মীর অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে।

পরম করুণাময় তাঁর সৎকর্মশীল লামা ও প্রিয়জনদের কাতারে কাজী মাহতাবকে স্থান দিন, এটিই আমাদের প্রার্থনা।

দেড় যুগ আগের কথা। প্রতিষ্ঠান-প্রধান হলেও কাজী মাহতাব নিজেই তখন বিভিন্ন বাজার পরিদর্শনে যেতেন। সেবার গেছেন যশোরে। ওখানে কিছুদিন আগে একটি দোকান আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনা শুনে দোকানের মালিককে তিনি ডেকে পাঠালেন। বিস্তারিত শুনলেন সব। বুঝলেন, কিছুই আর অবশিষ্ট নেই সেই দোকানির। কিন্তু আছে তার উদ্যম এবং একটু সহযোগিতায় অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। সহযোগিতার দায়িত্বটা তখন নিজেই নিলেন। নতুন করে ব্যবসা শুরু করার জন্যে তাকে বিনামূল্যে দিলেন কিউট-এর বেশ কিছু পণ্য। আর দোকান মেরামতের জন্যে ধার দিলেন নগদ অর্থ।

না, ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী এক বছর ধরে সেই ব্যবসায়ীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেন। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পরিণত হলেন তার এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীতে। আজও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন কাজী মাহতাবের কথা।

মফস্বলের ভাগ্যবিধুষিত একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসনের জন্যে এক বছর ধরে নিয়মিত চেষ্টা করে যাচ্ছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন শিল্পপতি। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও কাজী মাহতাবকে যারা চেনেন, তারা এতে মোটেই অবাক হন নি। কারণ, সারাজীবন এই মানুষটির সান্নাই ছিল কীভাবে অন্যের উপকার করা যায়। যখনই জেনেছেন কেউ বিপদে পড়েছে, ছুটে গেছেন, সর্বতোভাবে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তার নিজের জীবনটাও যে একের পর এক প্রতিকূলতা জয় করে সাফল্যের চূড়ায় ওঠার গল্প।

১৯৪৬ সালে পুরনো ঢাকার চকবাজারে তার জন্ম। বাবা ছিলেন একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তার বাবা তাদের দোকানটি আগুনে পুড়ে যায়। ভয়াবহ আর্থিক সংকট নেমে আসে পরিবারে। বড় ছেলে হিসেবে কাজী মাহতাবের ওপরই বর্তায় সংসারের দায়িত্ব। তখন তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।

পড়াশোনা শেষ করার আগেই জীবিকার সন্ধানে নামতে হয় তাকে। বই ফেরি করা, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। এর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৭৩ সালে যোগ দেন তাবানি বেভারেজে। চাকরির পাশাপাশি একপর্যায়ে কসমেটিক্স ব্যবসা শুরু করেন ছোট ভাই কাজী আশরাফকে সাথে নিয়ে। ১৯৮২ সালে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে যাত্রা শুরু করে প্রসাধন সামগ্রীর নতুন ব্র্যান্ড কিউট।

আশির দশকের গোড়ায় এ-দেশের বিপণন জগতে ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না। ব্যবসায়ী হিসেবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ক্ষুরধার চিন্তার অধিকারী কাজী মাহতাব তখনই বুঝতে পেরেছিলেন ব্যবসাক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিউট-কে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে তাই অভিনব সব কৌশল বেছে নেন তিনি।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা ও সচেতনতামূলক বিলবোর্ড-বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলেন। এর পাশাপাশি তিনি মনোযোগ দেন সকল পর্যায়ের কর্মী ও পরিবেশকদের প্রতি। প্রত্যেকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন তারাও সফল হোক স্ব স্ব ক্ষেত্রে। এজন্যে নিজেই হাতে-কলমে অনেক কিছু শেখাতেন ওদের। কেউ ভালো করলে পুরস্কৃত করতেন। তাদের পরিবারেরও খোঁজখবর রাখতেন নিয়মিত। এভাবেই কর্মচারীদের সাথে একটি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। তাদেরই একজন বলছিলেন, ‘স্যার ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। বিপদে আগলে রাখতেন সবসময়’।

ব্র্যান্ডিং, রিলেশনশিপ মার্কেটিং-এর মতো আজকের আধুনিক বিপণননীতি ও ব্যবসায়িক ধারণাগুলো কাজী মাহতাব অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন সেই তিন দশক আগেই।

তিনি বিশ্বাস করতেন, কাউকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেই সামাজিক দায়িত্ব পালন

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নেবেন। আশা করি স্রষ্টার কৃপায় বেশ ভালো আছেন। আপনি জানেন, আমাদের পরিবারের চার জন সদস্যের সবাই কোয়ারান্টাম গ্রাজুয়েট। আমি, আমার স্ত্রী রত্না দত্ত এবং আমাদের দুই ছেলে সৌরভ দত্ত ও সুমিত দত্ত-সবাই ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি।

এর মধ্যে সাইকি হিলিংয়ের অনুভূতি আপনাকে জানাচ্ছি। আমরা চার জন একসাথে সাইকি ও হিলিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। মডারেটরের পরামর্শ অনুসারে আমরা একটানা ৪০ সপ্তাহ হিলিংয়ে অংশগ্রহণ করি কোনো বিরতি ছাড়াই এবং যথাসময়ে সাইকি সনদ পাই। এরপরও আমরা নিয়মিত প্রতি মঙ্গলবারে চট্টগ্রাম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হিলিং প্রোগ্রামে সপরিবারে অংশগ্রহণ করে আসছি।

মঙ্গলবারে আমাদের পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান থাকলেও আমরা যে-কোনো উপায়ে হিলিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকি। এমনকি ছেলেদের কলেজ বা ভার্চুয়ালি পরীক্ষা থাকলেও তারা সময় বের করে হিলিং প্রোগ্রামে অংশ নেয়। আসলে মঙ্গলবারে আমাদের জন্যে একটা খুব আনন্দের দিন। কারণ করুণাময়ের কৃপায় মানুষের কল্যাণের জন্যে আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করার সুযোগ পাই।

হিলিং করতে গিয়ে জানতে পারি, মানুষের

শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যে কত ধরনের সমস্যা আছে, যা সে কারো কাছে বলতে পারে না। অনেক সমস্যা আছে, যা কোনো ডাক্তার বা হেকিম সমাধান করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় তাদের জন্যে দোয়া বা হিলিং করতে পারি।

হিলিংপ্রার্থীদের মধ্যে অনেক চেনা-অচেনা ব্যক্তি থাকেন। পরিচিত ব্যক্তিদের আমরা হিলিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। কারণ হিলিংয়ের প্রতিটি তথ্য আমাদের নিকট আমানত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের সমস্যা সমাধান বা রোগ থেকে মুক্তি লাভের কথা জানতে পারি, তখন খুব ভালো লাগে। আনন্দে মন ভরে যায়। সজ্ঞাবদ্ধভাবে সংকর্মে অংশগ্রহণ করে সৃষ্টির কল্যাণে কিছু কাজ করতে পারার জন্যে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়াও আমরা নিয়মিত নিজেদের জন্যে হিলিংয়ে নাম দেই। আমরা অনেক ভালো আছি। নিজেদের মনছবি অনুসারে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের



দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যেন আমরা সবাই আপনার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে সৃষ্টির কল্যাণ ও সংস্কারের সাথে একাত্ম থেকে মানুষের জন্যে হিলিং বা দোয়া করতে পারি।

বিনীত

সুভাষ চন্দ্র দত্ত

৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

পেইনকিলারে ব্যথা নয়, ক্ষয় হয় প্রাণ!

ব্যথানাশক আসক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজ্যজুড়ে এ এখন দেখা দিয়েছে এক নতুন মহামারী হিসেবে। সে-দেশের সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর এবং স্বাস্থ্যবিদরা উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের (২০১৬) প্রভাবশালী প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে পর্যন্ত সে-দেশের সাধারণ মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারণায়। দিতে হচ্ছে সুপরিপক্কিত প্রতিশ্রুতি যে, কীভাবে তিনি এই নীরব মহামারী প্রতিহত করবেন।

মূলত ওপোয়েড গোত্রীয় ব্যথানাশকগুলোই (মরফিন, অক্সিকোডোন, হাইড্রোকোডোন ইত্যাদি) তীব্র আসক্তি সৃষ্টি করছে ভোক্তাদের মাঝে। কারণ এগুলোর আর হেরোইনের রাসায়নিক গঠন (কেমিকেল স্ট্রাকচার) একই রকম! এছাড়াও দেহে হেরোইনের মতো একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এই মরফিন। তাই ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে মোটামুটি যারাই একবার এসব ওষুধ সেবন করছেন বা শিরাপথে ওপোয়েড জাতীয় ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন তারা জড়িয়ে যাচ্ছেন ভয়াবহ নেশার জালে। এমনকি বেড়ে যাচ্ছে এইডস রোগীর সংখ্যা! কীভাবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন-এর অনুসন্ধান দেখা গেছে, মরফিনের মতো ব্যথানাশকে আসক্তি হয়ে বাছবিচারহীনভাবে চলছে ইচ্ছেমতো ইঞ্জেকশন নেয়া। একই সূচ দিয়ে একাধিকবার এবং একাধিক জন ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন। এমনও ঘটনা আছে যে, একই ব্যক্তি দিনে ২০ বার পর্যন্ত ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন। কখনো আবার দেখা গেছে, একই পরিবারের তিন প্রজন্ম ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন একই সূচ ব্যবহার করে!

আর এদের অধিকাংশই এসব ওষুধে আসক্তি হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে।

বলা হচ্ছে, গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষ আর্থাইটিস, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইনসহ নানারকম ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত। এ যেন এক ব্যথাভারাক্রান্ত জাতি! যা-হোক, এর ফলে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক আমেরিকান ব্যথার প্রতিকার চেয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন, আর চিকিৎসকরাও সমানে পরামর্শ দিচ্ছেন এসব ব্যথানাশকের। যারা আবার চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র জোগাড় করতে পারছেন না, তারা ঠিকই এসব ওষুধ সংগ্রহ করে নিচ্ছেন কালোবাজার থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর মতে, ওপোয়েড সেবনকারী ৯৪ লক্ষ আমেরিকানের মধ্যে ২১ লক্ষই এতে আসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং এরা এসব ওষুধের জন্যে কালোবাজারের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন।

আরো ভয়াবহ তথ্য হলো, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চার জন হেরোইন সেবনকারী জানিয়েছেন, নেশার জগতে তাদের প্রবেশ ঘটেছে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ব্যথানাশক সেবনের পথ ধরে। আর যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৪৬ জন মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছেন মরফিন ওভারডোজের কারণে। এবং হেরোইন সেবনজনিত কারণে মৃত্যুর হার এর দ্বিগুণ! বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন মধ্যবয়সী আমেরিকানরা। বর্তমানে যে-কোনো দুর্ঘটনা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুর চেয়েও অতিরিক্ত ওপোয়েড সেবনজনিত কারণে মধ্যবয়সীদের মৃত্যুর হার সে-দেশে চের বেশি!

শুরুতে অবস্থা এমন ছিল না। বিশ শতকের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে ক্রনিক ব্যথার রোগীরা প্যারাসিটামল ও এসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন করতেন। হেরোইনের জাতি ভাই মরফিন তখন ব্যবহৃত হতো হাড় ভাঙা এবং সার্জারি-পরবর্তী



ব্যথার ক্ষেত্রে, তা-ও খুব স্বল্পমেয়াদী ডোজে। আর দীর্ঘদিন মরফিন সেবনে এতে আসক্তির ঝুঁকি বাড়ে বলে দীর্ঘমেয়াদী ডোজে এটি ব্যবহৃত হতো কেবল অন্তিম পর্যায়ের ক্যান্সার রোগীদের ব্যথামুক্তির জন্যে।

কিন্তু আশির দশকের শেষদিকে এসে পরিস্থিতি হঠাৎ করেই বদলে যেতে শুরু করে। যে-কোনো ক্রনিক ব্যথার জন্যেও চিকিৎসকেরা মরফিন জাতীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে শুরু করেন হরদম। যদিও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রনিক ব্যথার ক্ষেত্রে মরফিনের উপযোগিতা যে সমস্ত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সে-সব খুবই দুর্বল মানের গবেষণা!

এছাড়াও গুরুতর অভিযোগের তীর উঠেছে ওষুধ কোম্পানিগুলোর দিকে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসকদের জন্যে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (মূলত ব্যথা নিরাময় বিষয়ক) বিপুল পরিমাণ অর্থ সহায়তা দিচ্ছে তারা। শুধু তা-ই নয়, ২০০৭ সালে সে-দেশের 'ফেডারেশন অব স্টেট মেডিকেল বোর্ডস'-কে ব্যথা নিরাময় বিষয়ক একটি গাইডলাইন বুক প্রকাশের জন্যে মরফিন জাতীয় ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অনুদান দিয়েছে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ডলারেরও বেশি অর্থ। ব্যথা নিয়ে ব্যবসা রীতিমতো জমজমাট!

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (১৫ জুন, ২০১৫)



১৯৯৪ সালে প্রথম কোয়ান্টাম উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের কাছ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন

“তার কাজের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন”

খুব বিনয়ী মানুষ ছিলেন কাজী মাহ্‌তাব। বয়সের ব্যবধান বা উঁচু সামাজিক অবস্থান-কোনোটাই কাউকে বুঝতে দিতেন না। সবাই মন খুলে কথা বলতে পারত তার সাথে। দেখেছি সবার সাথে লামা যাওয়ার সময় একত্রে বাসে চড়ে গেছেন, ব্যক্তিগত গাড়িতে নয়।

তার উপস্থিতি যে-কোনো প্রোগ্রামকে প্রাণবন্ত করে তুলত। যারাই তার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, কেউ তাকে ভুলতে পারব না। ফাউন্ডেশনের জন্যে তিনি ছিলেন মহীরুহ। যে-কোনো সমস্যায় তাকে জানালে নিশ্চিন্ত থাকতাম একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হয়তো শুনেছেন ল্যাবে রক্ত রাখার জায়গা নেই, তিনি তৎক্ষণাৎ সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে যে-কোনো দুর্ঘটনা-বন্যা, সিডার কিংবা রানা প্লাজা ধ্বংস, সঙ্ক্ষে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন। তিনি উপকার করে কাউকে বুঝতে দিতেন না যে, উপকার করলেন। তার মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে আমরা তাকে বিদায় জানাই নি। যতদিন ফাউন্ডেশন থাকবে, তার কাজ ও অবদানের মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন সবার মাঝে।

সুরাইয়া রহমান, পরিচালক সমন্বয়, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



রাড ক্যাম্পে একজন শেখা রক্তদাতার সাথে

৪ কোয়ান্টাম বুলেটিন

“সঙ্ঘের নির্দেশ সানন্দে অনুসরণ করতেন”

কাজী মাহ্‌তাব পেশা-বাসার উর্ধ্বে সঙ্ঘকে অবস্থান দিয়েছিলেন। যত ব্যস্ততাই থাকুক, কোয়ান্টামের প্রোগ্রাম কখনো মিস করতেন না। কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড, মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের বিস্তারের

জন্যে অভিনব সব উপায় বের করতেন।

গুরুজীর সাথে গভীরভাবে একাত্ম ছিলেন। গুরুজীর প্রতিটি নির্দেশ তিনি সানন্দে অনুসরণ করতেন। কাছের মানুষদের বলতেন, ‘গুরুজী ও সঙ্ঘের ছায়া না থাকলে আমি এত সফল হতে পারতাম না।’ তার জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে, একজন মানুষ চেষ্টা করলে পরিবার পেশা ও সঙ্ঘের প্রত্যেকটিতেই প্রথম হতে পারে। তার জন্যে প্রার্থনা করি, স্রষ্টা যেন তার সৎকর্মগুলো কবুল করেন।

মওলানা ছায়ীদুল হক, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আর্ডেন্টিয়ার, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

“তাকে দেখে শিখেছি কীভাবে সঙ্ঘকে অগ্রাধিকার দিতে হয়”

ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব দিনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ব্যাপারে কাজী মাহ্‌তাব চমৎকার সব আইডিয়া বের করতেন। তার মতো ধারাবাহিকভাবে সঙ্ঘের কাজে লেগে থাকতে কাউকে দেখি নি। তার কাছে আমরা শিখেছি কীভাবে সঙ্ঘকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। ফাউন্ডেশন ছিল তার মন-প্রাণ। কোনো সমস্যায় পড়লে তিনি এমনভাবে উজ্জীবিত করতেন যে, নতুন করে শক্তি ফিরে পেতাম। বাসা পেশা ও সঙ্ঘের মাঝে চমৎকার এক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারতেন। পারিবারিক জীবনে যেমন সফল ছিলেন, সঙ্ঘেও তেমনি ছিলেন সফল সংগঠক।

ফাউন্ডেশনে প্রচুর সময় দিলে ব্যক্তিই যে সফল হয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ কাজী মাহ্‌তাব। সঙ্ঘের কল্যাণে শ্রম মেধা ও অর্থ দান করলে এর বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে সাফল্য আসবেই। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, কোয়ান্টাম হাজার বছর ধরে মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। তার এই স্বপ্নপূরণে কাজ করে চলাই হবে তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রকাশ।

শামছুন নাহার হুদা, মোমেন্টারি, উত্তরা শাখা, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



লামার কোয়ান্টামে দুস্থ মানুষের মাঝে কোরবানির গোশত বিতরণ করছেন কাজী মাহ্‌তাব

“নিয়ম অনুসরণে তিনি ছিলেন বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল”

ধ্যান উৎসব ২০০৫-এর কথা। প্রোগ্রামের একপর্যায়ে নির্দেশনা এলো, পুরুষ ধ্যানযাত্রীরা ধ্যানঘরে এবং মহিলারা বাংলাতে অবস্থান করবেন। মাইক্রোফোন থেকে আমি ঘোষণা দিলাম, পুরুষ ধ্যানযাত্রীদের এখন ধ্যানঘরে যেতে হবে-আদেশক্রমে মা-জী। এটা শোনার সাথে সাথেই কাজী মাহ্‌তাব স্যার দুই হাত উঁচিয়ে সবাইকে ধ্যানঘরের দিকে ডাকতে থাকলেন। সেদিন শেষ বিকেলের আলোতে তার ওই সবাইকে ডাক দেয়ার দৃশ্যটা এত বছর পর যখন মনে পড়ছে, শুধু চোখ ভিজে যাচ্ছে। বিস্মিত হয়েছি, এত সম্মানিত একজন মানুষ, কিন্তু নিয়মের প্রতি কতটা অনুগত, শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হলে নির্দেশ শুনে মুহূর্তেই তা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন!

ফাতেমা জেরীন, ৪র্থ ব্যাচের প্রো-মাস্টার



কোয়ান্টামে ধ্যান উৎসবে, একটি আনন্দময় মুহূর্তে

“তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ”

২২ বছর আগে মাত্র একদিনের পরিচয়ে স্যার আমাকে পাঁচ লাখ টাকার মাল বাকিতে দেন। আর বলেন, ‘তুমি তোমার ভালোর জন্যেই এই টাকা আমাকে ফেরত দিবা।’ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ওনার অনুপ্রেরণায় এই ব্যবসায় আছি। মানুষকে চেনার এমনই ক্ষমতা ছিল তার। স্যারের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোয়ান্টাম মেথড ৩০০তম ব্যাচে সস্ত্রীক অংশ নিই। কোর্স করে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে গেল। তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম, পরিবেশক

“অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছিলেন সবাইকে”

আজ ৩১ বছর কিউট-এ কর্মরত আছি। জন্মদাতা পিতার পর যার কাছে সবচেয়ে বেশি সাহস, ভরসা ও আশ্রয় পেয়েছি, তিনি হচ্ছেন আমাদের চেয়ারম্যান স্যার। যে-কোনো বিপদের কথা নিঃসংকোচে যখন স্যারকে জানাতাম, বলতেন-‘এত চিন্তা করিস কেন? আমি আছি না!’ একজন অভিভাবকের মতো এতগুলো বছর তিনি আমাদের আগলে রেখেছিলেন।

মো. এস এম নাসির উদ্দীন, এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

“সন্তান হয়েছে শুনে বললেন, আজ ছুটি, বাসায় যাও”

স্যারকে দেখেছি শীতের মধ্যে সারারাত দাঁড়িয়ে থেকে বাণিজ্য মেলায় কাজ করেছেন। সবাইকে নিয়ে একসাথে খেয়েছেন। আমার প্রথম সন্তান হওয়ার খবর শুনে সাথে সাথে আমার হাতে ৫০০০ টাকা দিয়ে বললেন, ‘মিষ্টি খাওয়াও।’ তারপর হাসতে হাসতে বললেন, ‘আজকে ছুটি, বাসায় যাও।’ কাজের পাশাপাশি সবসময় কোয়ান্টামের কথা বলতেন। রক্তদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন।

মো. কামরুল হাসান, জোনাল সেলস অফিসার, মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

“বাবা ও নেতা হিসেবে তিনি অনুসরণীয়”

যেদিন কিউট-এ যোগ দিলাম আকবু ডেকে বললেন, ‘ম্যানেজমেন্ট দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। তবে চাইলে নিজের ভেতরে অনুভব করতে পারবে।’ তিনি কর্মীদের সবসময় অনুপ্রাণিত করতেন তারা যেন আর্থিক সাফল্যের চেয়ে সেবাকে প্রাধান্য দেয়। পাশাপাশি তাদেরকে সময়-সচেতন পরিশ্রমী ও দক্ষ হওয়ার দিক-নির্দেশনা দিতেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে পরিবারে সুখী হতে হবে। সকল পর্যায়ের কর্মীদের পারিবারিক জীবন সুন্দর করার পরামর্শ দিতেন। তিনি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক বন্ধন ও সমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আমার দৃষ্টিতে তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল স্রষ্টার প্রতি প্রবল বিশ্বাস, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবার মানসিকতা। আমার কর্মজীবনের প্রকৃত শিক্ষক আমার বাবা। তিনি শুধু বাবা হিসেবেই সফল নন, নেতা হিসেবেও অসাধারণ ও অনুসরণীয়।

কাজী নেওয়াজ ইবনে মাহ্‌তাব, কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চিফ অব মার্কেটিং এন্ড সেলস, মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

“তিনি ছিলেন সবার প্রিয়”

২৯ বছর ধরে স্যারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। কখনো তার কাছে কিছু চেয়ে নিরাশ হই নি। তিনি অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। একবার দিনাজপুর যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানে থামলাম। সেখানে বাচ্চা একটি ছেলে কাজ করছিল। স্যার তাকে ডেকে তার খোঁজখবর নিলেন। চলে আসার সময় বাচ্চাটির হাতে ৫০০ টাকা দিলেন।

এরপর আরেকদিন ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাছি। স্যার আমাকে খোঁজ নিতে পাঠালেন যে, সেই চায়ের দোকানটি এখনো আছে কিনা। বাচ্চা ছেলেটি কি এখনো সেখানে কাজ করে?

স্যার এভাবেই একদম অপরিচিত মানুষের প্রতিও গভীর মমতা অনুভব করতেন। যখন যেখানেই যেতেন, তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। স্যারকে কোনোদিন ভুলতে পারব না।

আনোয়ার হোসেন, কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত গাড়িচালক



ঈদ মোলাকাত ২০১১-তে জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ও মা-জীর সাথে

“গীবত শুনলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন”

আকবু শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের তিন ভাই-বোন প্রত্যেককে আলাদা করে প্রতিদিন সময় দিতেন। সেই সময়টায় তার পূর্ণ মনোযোগ থাকত আমাদের দিকে। ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক জটিলতা তাকে সামলাতে হতো। পরিবারের খুব কাছের সদস্যদের সাথে সমস্যাগুলো শেয়ার করতেন। কিন্তু এসব বলার সময় কখনোই কারো প্রতি তাকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখি নি।

বরং গীবত শুনলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। নিজস্ব মতামত দেয়ার জন্যে উৎসাহ দিতেন। মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতেন। তারপর তার দৃষ্টিভঙ্গিটা জানাতেন। বিশেষভাবে সময়ের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে বলতেন। এখন বুঝতে পারি, এ সবকিছুই তিনি করতেন আমরা যেন বাস্তব জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

সানিয়া বিনতে মাহ্‌তাব, কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদের কন্যা এবং প্রভাষক, পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, রুয়েট এবং ভাদাজ উষ্টরাল ফেলো, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও অ্যাপ্রায়েড মেকানিক্স বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা



সহধর্মিণী অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ও পরিবারের সবার সাথে কোয়ান্টামে, রমজান ২০১৪

আগস্ট ২০১৫

কোয়ান্টাম বুলেটিন

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমার স্বপ্নের ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তার নামে দানের নিয়ত করেছি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে কি দান হয়? নাকি যে টাকা দেবে দানটা তার নামে হবে?

উত্তর : মৃত আত্মীর জন্যে দোয়া এবং দান দুটোই অত্যন্ত কার্যকর। আপনারা তার অনন্ত শান্তির জন্যে দান করতে পারেন। এর পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির জন্যে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী বিতরণ করুন, যত বেশি সম্ভব।

সম্প্রতি একজন বললেন যে, তার মরহুম বাবার চল্লিশা করবেন। কিন্তু একে তো এতে অনেক খরচ; উপরন্তু খেয়ে অধিকাংশ অতিথিই তৃপ্ত হয় না। অনেকে আবার বদনাম করতে করতে যায়। তাকে বললাম, চল্লিশা আমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়া আর ভুরিভোজের জন্যে প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির কী উপকার হবে আমি বুঝি না।

জানতে চাইলাম, কতজনকে খাওয়াতে চান? বললেন, দুশ জনকে খাওয়াতে হবে এবং জনপ্রতি খরচ ন্যূনতম দুশ টাকা তো লাগবেই। বললাম, আপনার খরচ আরো কদমিয়ে দিচ্ছি। দেড়শ টাকা। বললেন, কীভাবে? বললাম, আপনি এই দুশ জনের কাছে দুশ আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী নিয়ে যান। প্রত্যেককে বলুন যে, ভাই, আমি তো বাবার নামে চল্লিশা করতাম, কিন্তু তাতে যে টাকাটা খরচ হতো তা দিয়ে আল কোরআনের মর্মবাণী আপনাকে দিলাম। আপনি এই মর্মবাণী পড়ে বাবার জন্যে দোয়া করবেন।

এই দুশ জনের মধ্যে ১০ জন মানুষও যদি মর্মবাণী পড়ে উপকৃত হয়, যদি আলোর পথ পায় হেদায়েতের পথ পায়, যদি সত্যের পথে আসে, এটা আপনার বাবার জন্যে সদকায় জারিয়া হয়ে থাকবে। আর এ মর্মবাণী ঘরে থাকলে কেউ না কেউ এটা পড়বেই এবং যারা পড়বে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এ থেকে উপকৃত হবেই। অতএব চল্লিশায় ভুরিভোজের আয়োজনের চেয়ে ৪০ কপি মর্মবাণী বিতরণ করা অনেক উত্তম সংকর্ম।

মৃত আত্মীর জন্যে চল্লিশা খাওয়ানো হচ্ছে একটা সংস্কার। অর্থহীন সংস্কার অনুসরণের সাথে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। তার চেয়ে বরং একজন মানুষকেও যদি আপনি কোরআনের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে পারেন, তাতে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম হতে পারে।

প্রশ্ন : তকদির অর্থ কী? যদি সাফল্য-ব্যর্থতা পূর্ব নির্ধারিত হয়, তাহলে মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী করা হয় কেন? বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর : আসলে তকদির গভীর অর্থবহ একটি শব্দ। তকদির অর্থ ভাগ্য নয়, তকদির অর্থ হচ্ছে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন, যা ঠিক করে দেয় প্রত্যেক সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট গঠন কাঠামো প্রকৃতি কী হবে।

সূরা ফোরকানের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই (তাঁর নীল নকশা অনুসারে) সকল সৃষ্টির তকদির (অর্থাৎ স্বভাবপ্রকৃতি বা বিকাশধারা ও পরিণতির প্রাকৃতিক আইন) নির্ধারণ করেছেন।'

মানুষের ক্ষেত্রে তকদিরের দুটো অংশ। একটা

বায়োলজিক্যাল। ডিএনএ-র প্রোথাম অনুযায়ী সে জন্মগ্রহণ করবে, তার গায়ের রঙ নির্ধারিত হবে। এটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মে সে বড় হয়ে উঠবে।

তকদিরের আরেকটা অংশ হলো কর্মের এবং কর্মফলের। বোখারী শরীফের প্রথম হাদীস হচ্ছে, 'ইন্মাল আমালু বিন নিয়্যতে' অর্থাৎ নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর। নিয়তের ওপরই আপনার কর্মফল নির্ভর করবে।

বুদ্ধবাণীতে বলা হয়েছে, চিন্তা বা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে স্বভাব বা প্রকৃতিতে। যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, দুঃখ তাকে অনুগমন করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন অনুসারে মন্দ চিন্তা আপনার জন্যে দুঃখ নিয়ে আসবে এবং ভালো চিন্তা নেচারাল ল অনুসারে সুখ নিয়ে আসবে।

যেমন ধরুন, আপনাকে একটি পা তুলতে বলা হলো। আপনার অপশন কিন্তু দুটো। আপনি ডান পা-ও তুলতে পারেন, বাম পা-ও তুলতে পারেন। কিন্তু যেই ডান পা তুলে ফেললেন, আপনার তকদির কিন্তু ফাস্ট স্টেপের জন্যে ডান পা-ই হয়ে গেল। মানে আপনার তকদির কিন্তু এখানে সেট হয়ে গেল। এটা আপনিই ঠিক করলেন।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো ও মন্দ সমস্ত জ্ঞানে অভিষিক্ত করেছেন। তারপর তাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন।

সূরা বালাদের ১০ নম্বর আয়াতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি কি দুটি পথ দেখাই নি?' এই পথ দুটো হলো ধর্ম ও অধর্মের, অর্থাৎ ভালো ও মন্দ পথ।

একজন মানুষ সফল হবে নাকি ব্যর্থ হবে তা নির্ভর করবে সে কোন পথ বেছে নিচ্ছে তার ওপর। সে যখন একটা পথ বেছে নিল, তখন ওটার যা পরিণতি তা তাকে ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ নেতিবাচকতার পথ বেছে নিলে নেতিবাচকতার যে পরিণতি, এটা আপনাকে ভোগ করতে হবে। আবার ইতিবাচকতার পথ বেছে নিলে ইতিবাচকতার সুফল আপনি ভোগ করবেন।

সফল হওয়ার পদ্ধতি আছে। কেউ যদি সফল হওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে সফল হবে। আবার ব্যর্থ হওয়ারও পদ্ধতি আছে। কেউ যদি জেনে বা না জেনে সেটা অনুসরণ করে, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ম ও আইন অনুসারে সে ব্যর্থ হবে।

অর্থাৎ আপনি যা পছন্দ করলেন, কর্ম করলেন, এই কর্মের ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। এটাই তকদির।

প্রশ্ন : আজকাল তরুণদের যে নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে-নেশায় জড়িয়ে যাচ্ছে, সারারাত জেগে ফেসবুক, বাবা-মার সাথে দুর্ব্যবহার, ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা-এ সম্পর্কে দয়া করে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করছি।

উত্তর : শুধু ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো দুঃখী তো আর কেউ নেই। আমরা মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের বন্ধু হতে পারছি না। আর এখনকার পরিবারগুলোতে ভাই থাকলে বোন নেই, বোন থাকলে ভাই নেই। তাদের

মেলামেশার কোনো জায়গা নেই। আপনি একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে তাকে বন্দি করে রাখছেন। ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছেন না।

আগে তো আমাদের সময় ভাইবোন মিলিয়ে আমরা মোটামুটি একটা ফুটবল টিম ছিলাম। তার ওপর ছিল কাজিনরা। মা-বাবা আমাদের দেখল কিনা, কথা বলল কিনা তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। অভিযোগও ছিল না। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা তো এর কিছুই পাচ্ছে না।

আমাদের দেশে যারা ভরণপোষণ করতে পারে না অর্থাৎ দরিদ্র পরিবারগুলোতে সন্তানের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে সন্তান মোটে একজন, বড়জোর দুজন। সঙ্গী ছাড়া সে বড় হচ্ছে। তখন সে আর কী করবে? সে-তো ভিডিও গেম খেলবে। কম্পিউটার ইন্টারনেট ফেসবুক নিয়ে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে মেতে থাকবে। বাবা-মায়ের মতো বাচ্চাও নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত।

কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আমি কষ্ট থেকে বলছি। এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব কষ্টে আছে। আমি প্রচুর চিঠি পাই বলে তাদের কষ্টটা আমি বুঝি।

অতএব ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের সময় দিন। তাদের বন্ধু হোন। সন্তান আপনার কথা শুনবে। বখে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আর কী করবেন? বিভবান বা উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা আছেন, তারা সম্ভব হলে অন্তত চারটি সন্তান নেবেন। সুসন্তান হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্যে সাধ্যমতো প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ দেবেন। একজন আলোকিত সন্তান শুধু একটি পরিবারকেই নয়, সমাজ এবং গোটা দেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমরা শুধু চিন্তা করি যে, কী খাওয়াব? সেই '৭০ সালে বলা হতো, জনসংখ্যা বাড়লে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। কিন্তু আজ জনসংখ্যা ১৬ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার পরও কি খাদ্যের অভাব হচ্ছে? বরং উদ্বৃত্ত খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে। অতএব খাওয়াব কী, এ চিন্তা করে সন্তান না নেয়া-এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

প্রশ্ন : আমি ঋণগ্রস্ত। এ থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারি? ঋণগ্রস্ত অবস্থায় আমার অপচয় রোধ হচ্ছে না। আমাকে সুপারামর্শ দেবেন।

উত্তর : আপনাকে সুপারামর্শ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। একজন মানুষ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় অপচয় করতে পারে, কারো পরামর্শে তার কোনো কাজ হবে না। তাই এ থেকে বেরোনোর একটাই পথ-শান্তি। নিজের শান্তির ব্যবস্থা করুন। দেখবেন অপচয় একসময় বন্ধ হয়ে যাবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

জীবনের একটি সহজ সত্য হচ্ছে, গন্তব্যে পৌঁছতে হলে কাজ ফেলে না রেখে আমাকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। আমি লাগাতার কাজ করব।

ব্যতিক্রমী আয়োজনে কোয়ান্টাদের উৎসবমুখর ঈদ



কোয়ান্টামে ঈদমেলায় উচ্ছ্বসিত কোয়ান্টারা

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের কোয়ান্টাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমী ঈদ উৎসব। বিভিন্ন ধরনের মজার মজার খেলা ও ইভেন্টস নিয়ে সাজানো হয় উৎসবটি। জিমন্যাস্টিকস, আচারি, হ্যাণ্ডবল, খো খো, দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল মজার খেলা দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই। মেধাসৃজনের বিষয়গুলো নিয়েও ছিল আয়োজন-আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, সুন্দর হাতের লেখা, বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরি, মজার গণিত ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা।

এছাড়াও কোয়ান্টাদের জন্যে ছিল সম্মিলিত কাজের সুযোগ-বৃক্ষরোপণ ও নিজেদের আবাসন নিজেরাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। ঈদের সাত দিন আগে থেকেই শুরু হয় কোয়ান্টাদের নিয়ে এই

কর্মযজ্ঞ। প্রতিটি খেলা ও ইভেন্টে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীরা পুরস্কার হিসেবে পায় ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমানের কুপন। এই কুপন দিয়ে তারা ঈদমেলার নানা স্টল থেকে সংগ্রহ করে নেয় তাদের পছন্দসই জিনিস।

ঈদমেলা ছিল এ আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ। বিভিন্ন স্টলে হরেক রকমের পসরা নিয়ে সাজানো হয়েছিল মেলাটি। কোয়ান্টাদেরকে বড় ও ছোট দলে ভাগ করা হয় এবং বড়দের জন্যে ভ্যালি হিকমানে ও ছোটদের জন্যে গিরি ফিকরানে ঈদমেলা আয়োজন করা হয়। এ মেলায় বালমুড়ি, পিঠা ও হাতে তৈরি অন্যান্য সুস্বাদু খাবারের আটটি স্টল ছিল। এছাড়াও ছিল মজার মজার সব খেলনা নিয়ে আরো ১০টি স্টল। মেলায় কোয়ান্টাদের জন্যে বইয়ের দুটি স্টল ছিল, যা মেলার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। বইয়ের স্টলে কোয়ান্টাদের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ঈদের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ মেলা ছিল কোয়ান্টাদের উচ্ছ্বাস আর কোলাহলে পরিপূর্ণ।

দিনভর প্রাণবন্ত ঈদ উদযাপনের পর সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোয়ান্টাদের বর্ণিল পরিবেশনা আর উচ্ছ্বসিত করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে ঈদের সন্ধ্যা।

কোয়ান্টাম জুড়ে বিশাল এ আনন্দ আয়োজনের নেপথ্যে ছিল কোয়ান্টামের সকল স্তরের কর্মীরা। তাদের সাথে ছোট-বড় নানান কাজে সমান আনন্দে অংশ নেয় কোয়ান্টারা। খেলাধুলা, মেধা বিকাশ ও সজ্জবদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে ঈদের খুশিকে সবার সাথে ভাগ করে নেয় কোয়ান্টারা।

রাজশাহীতে শুরু হলো কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা

১২ জুন শুক্রবার রাজশাহী সেন্টারের উদ্যোগে রাজশাহী শহরে শুরু হলো কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিদিন স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা-পরামর্শ দিচ্ছেন একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

রাজশাহীর বারিস মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বিশিষ্ট সার্জন ডা. মঞ্জুরুল হকের তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। পূর্বে নাম তালিকাভুক্ত সাপেক্ষে প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে যেকোনো এ সেবা পেতে পারেন।

ঠিকানা : রাজশাহী সেন্টার, ৫৩৪ শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৪-৯৯৯৪৪৬, ০১৭১১-৮১৫৮২৭।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে কোয়ান্টাম সভা

৭ জুলাই জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম সভা। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ সভায় 'সফল ও সুখী জীবন গড়তে মেডিটেশনের গুরুত্ব' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অর্গানায়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। এছাড়াও ছিল শিথিলায়ন মেডিটেশন এবং অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব।

এ সভায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ডিপ্লোমা কোর্সের ২২ জন শিক্ষার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ কে এম শামীম, হাশিম রেজা ও মসিহউদ্দীন শাকের। সভাটি আয়োজন করেন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট ও বরণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আর্ডেস্টিয়ার ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী মোমেনা চৌধুরী।

কোয়ান্টাম আইসিটি-র সাথে যুক্ত হতে আগ্রহীরা নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা উল্লেখ করে ই-মেইল করুন : ict@quantummethord.org.bd

মিরপুর ও চট্টগ্রামে ঈদ পুনর্মিলনী

২৪ জুলাই শুক্রবার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিরপুর সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। সাদাকায়ন কার্যক্রমের পর আয়োজন করা হয় এ পুনর্মিলনীর। এতে ছিল ঈদ মোলাকাতের অনুভূতি বর্ণনা, শুকরিয়া মেডিটেশন, দেশাত্মবোধক গান এবং আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পাঠের গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ ন্যাটিকা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আর্ডেস্টিয়ার কামাল পারভেজ ও রকিবুল হাসান জুয়েল। এতে অংশ নেন ৩৩২ জন থ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েট।

২৮ জুলাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার আয়োজন করে ঈদ পুনর্মিলনী আলোকায়ন কার্যক্রম। এতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, মেডিটেশন, কাউন্সেলিং সেবাসহ নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ছিল কোয়ান্টিয়ারদের নিয়ে বিশেষ সেশন ও সাংস্কৃতিক আয়োজন। এছাড়াও ঈদের পরদিন প্রো-মাস্টারদের সঙ্গে আরো নিয়মিত করতে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রোগ্রাম।

উৎসবমুখর এ দুটি আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল ঈদের ছুটি শেষে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে সঙ্গে একাত্ম এবং নতুন কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা করসেবা

৩০ জুলাই শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেল-এর কোয়ান্টিয়াররা অংশ নেয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবায়। 'নিজেদের ক্লাসরুম নিজেরাই করব পরিষ্কার, রাখব পরিচ্ছন্ন' এ প্রত্যয়কে সামনে রেখে তারা উদ্যোগ নিয়েছে ক্যাম্পাস জুড়ে সচেতনতা সৃষ্টির। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসরুম পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাদের করসেবা।

এ করসেবার শুভ উদ্বোধন করেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক সুমন আখন্দ। করসেবা শেষে তিনি বলেন, ক্লাসরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে পড়তে ভালো লাগে, পড়াতেও ভালো লাগে। এতে ১২ জন কোয়ান্টিয়ারের সাথে আরো অংশ নেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ২৫ জন শিক্ষার্থী।

কর্মসূচি আগস্ট ২০১৫

প্যারেনটিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১

৭ ও ৮ আগস্ট। কাকরাইল

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম

৭ ও ৮ আগস্ট। বনশ্রী (পুরুষ)

৭ ও ৮ আগস্ট। প্রশান্তি হল (মহিলা)

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম

২১ ও ২২ আগস্ট। বনশ্রী

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম

২১ ও ২২ আগস্ট। কাকরাইল

বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা

২৮ ও ২৯ আগস্ট। বনশ্রী

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন

২৮ ও ২৯ আগস্ট। কাকরাইল

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

ঈদ মোলাকাত ২০১৫

অনাবিল আনন্দে বর্ষণমুখর ঈদ



গুরুতে যা ছিল কেবল গুরুজী ও মা-জীর আতিথেয়তায় কোয়ান্টাম সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়া একটি আয়োজন, সময়ের পরিক্রমায় তা-ই রূপ নিয়েছে সুপারিসর ঈদ উৎসবে। প্রতি বছর ঈদুল ফিতর-এর এ আয়োজনে গুরুজী ও মা-জী আগত অতিথিদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কোয়ান্টাম পরিবারের জন্যে বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দ আয়োজন ঈদ মোলাকাত। এবছর ১৮ জুলাই ঈদ মোলাকাতে ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তন মুখর ছিল একইরকম উচ্ছ্বাসে।

বর্ণিল মহাকাশে আলোকিত পৃথিবী

প্রতি বছর ঈদ মোলাকাতের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেয় অনুষ্ঠানস্থলের অনবদ্য সাজসজ্জা আর শৈল্পিক দৃশ্যপট। এবারের রূপকল্প ছিল মহাকাশের বর্ণিল বিশালতা। গ্রহ-গ্রহান্তরের অচেনা-অজানা সৌন্দর্যের মাঝে নজর কেড়েছে নীল-সবুজের চিরচেনা গোলাকার পৃথিবী, অভ্যর্থনার গেইট পেরিয়ে সামনে এগোতেই যার দেখা মেলে। হলের ভেতরে মঞ্চও ছিল মহাশূন্যের দৃষ্টিনন্দন আবহ।

প্রাণের উৎসবে পরিবারের সবাই

ঈদুল ফিতর-এর দিনটি যেন পূর্ণতা পায় সবার আন্তরিক অংশগ্রহণে। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির দূরত্ব আর বৈপরীত্য ম্লান হয়ে যায় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েটদের সহৃদয় উপস্থিতি আর পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক এ উৎসবে বাদ পড়ে নি গৃহকর্মী, এমনকি ২১ ঘণ্টা বয়সী শিশুটিও। গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টাররা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পরিচিত আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবেশীদের ঈদ মোলাকাতে শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সুদূর সিলেট যশোর পাবনা নওগাঁ খুলনা চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকেও ঈদ মোলাকাতে অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। ঢাকায় গুরুজী ও মা-জীর সান্নিধ্যে ঈদ উদযাপন করার আনন্দ উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল তাদের অভিব্যক্তিতে। এছাড়াও ঢাকার পার্শ্ববর্তী স্থান-যেমন টাঙ্গাইল গাজীপুর সাভার টঙ্গী নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ এমনকি ময়মনসিংহ কুমিল্লা থেকেও সপরিবারে এসেছেন অনেকেই।

অতিথিদের অধিকাংশই জানালেন, তারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন ঈদ মোলাকাতে সপরিবারে অংশ নেয়ার জন্যে। শহুরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের ছক ভেঙে হাজার হাজার মানুষের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় আর গুরুজী ও মা-জীর দোয়া সত্যি এক অতুলনীয় প্রাপ্তি।

আতিথেয়তা ও শৃঙ্খলার অপূর্ব সমন্বয়

এই আয়োজনের নেপথ্যে অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার ও দায়িত্বশীলদের আন্তরিক প্রয়াস। আতিথেয়তা এবং শৃঙ্খলার সুন্দর সমন্বয় ছিল পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে।

পণ্য আর প্রতিযোগিতার ভিড়ে আধুনিক মানুষ আর একাকী মানুষ যেন সমার্থক হয়ে পড়েছে। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিতেই কোয়ান্টামের পথচলা। উৎসব-পার্বণ মানে তথাকথিত বিনোদন আর অবিদ্যার বিপরীতে এই পারিবারিক আয়োজন। সমমনা মানুষের সমাগম যে আয়োজনকে পরিণত করেছে সত্যিকারের আনন্দযজ্ঞে।

ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির দূরত্ব আর বৈপরীত্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল ঈদ মোলাকাতে। শিশু-কিশোরসহ হরিজন সম্প্রদায়ের একাংশের মাঝে গুরুজী

এবার ঈদের দিনটি ছিল বাংলা শ্রাবণ মাসের সূচনালগ্ন। ঢাকায় টানা দুই দিনের বৃষ্টির রেশ ছিল ঈদের দিন সকালেও। এদিকে ঈদ মোলাকাতের সব প্রস্তুতি ছিল সম্পূর্ণ। প্রতিকূল আবহাওয়া আর শহরের অপ্রতুল যানবাহন কোনোকিছুই বাধা হতে পারে নি আগতদের জন্যে। সকাল ৯টা থেকেই অতিথিরা উপস্থিত হতে থাকেন ঈদ মোলাকাতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তারা। সর্পিলাকৃতির এ লাইন আইডিইবি ভবনের চত্বর ছাড়িয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী রাস্তা পর্যন্ত।

ঈদ মোলাকাতে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা অতিথিরা পৃথক পৃথক লাইনে সারিবদ্ধভাবে হলের প্রবেশমুখে গুরুজীর সাথে এবং হলের ভেতরে মা-জীর সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের সুবিধার্থে ছিল পৃথক লাইনের ব্যবস্থা। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ছিল আপ্যায়নপর্ব।



অপেক্ষমাণ অতিথিদের সারি আইডিইবি ভবনের চত্বর ছাড়িয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী রাস্তা পর্যন্ত

কোয়ান্টাম বুলেটিন : আগস্ট ২০১৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858 E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd